বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড
মূল প্রতিবেদন

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ
এবং
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ
এবং
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ **১২৮(১)** ও **১২৮(২)** এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, **১৯৭৪** ও **১৯৭৫** অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ **১৩২** অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের প্রত্যয়নপত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ-বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ ১৬-৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ৩০-৬-২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ আবদুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ **২০০৫-০৬**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান

(ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ ঃ

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, সিদ্ধিরগঞ্জ।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, মগবাজার।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা,লালবাগ।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, বাসাবো।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, নারিন্দা।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, আজিমপুর।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, সাতমসজিদ রোড।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, নারায়ণগঞ্জ, (পশ্চিম)।

ঃ পরিচালকের কার্যালয়, ক্রয় ও ভান্ডার বিভাগ, ডেসা, ঢাকা।

খ. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ ঃ

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৮ শহর বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প, বিউবো, ময়মনসিংহ।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ওজোপাডিকো লিঃ মাদারীপুর।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (উত্তর), বিউবো, ময়মনসিংহ।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, পাবনা।

ঃ আবাসিক প্রকৌশলীর (উঃ বিঃ প্রঃ) কার্যালয়, পঞ্চগড় বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, পঞ্চগড়।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নীলফামারী বিদ্যুৎ সরবরাহ, নীলফামারী।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ঠাকুরগাঁও।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ভোলা বিদ্যুৎ সরবরাহ,ওজোপাডিকো লিঃ, ভোলা।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো লিঃ যশোর।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওজোপাডিকো লিঃ খুলনা।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৪, ওজোপাডিকো লিঃ খুলনা।

ঃ আবাসিক (নির্বাহী) প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাতক্ষীরা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো লিঃ, সাতক্ষীরা।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, যশোর।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো লিঃ কুষ্টিয়া।

ঃ আবাসিক (নির্বাহী) প্রকৌশলীর কার্যালয়, বরগুনা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো লিঃ, বরগুনা।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিতরণ বিভাগ, ওজোপাডিকো লিঃ, পটুয়াখালী।

ঃ আবাসিক (নির্বাহী) প্রকৌশলীর কার্যালয়, পিরোজপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো লিঃ, পিরোজপুর।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ফেনী।

ঃ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ঃ পরিচালকের কার্যালয়, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।

নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরন ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সমূহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার সেম্পলিং।

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ ঃ

- ✓ স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে বিদ্যুৎ রাজস্ব আদায় না করায় ডেসার ২৫,৮৪,২৪৫ টাকা ক্ষতি।
- ✓ নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের ফলে ১৮,০৩,০৬,৩৪০ টাকা ক্ষতি।
- ✓ প্রচলিত বিধি বিধান লঙ্ঘন পূর্বক বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও শাস্তিমূলক হারে বিল আদায় না করায় ১,৫০,০৮৫ টাকা সংস্থার ক্ষতি।
- ✓ মিটার টেম্পারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ইউনিট কমিয়ে বিল জারি করায় ৬,০৬,০৭৫ টাকা ক্ষতি।
- ✓ ভান্ডারে মালামাল ও যন্ত্রাংশ ঘাটতির কারণে ৪,০৮,৫৮,৫৭৩ টাকা ক্ষতি।
- ✓ আবাসিক গ্রাহক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক বিল আদায় না করায় ১,০৪,৯১৮ টাকা ক্ষতি।
- ✓ কপারলুপের প্রকৃত স্থিতির পরিবর্তে শূন্য স্থিতি দেখানোর কারণে ৫,২৩,৫৭৫ টাকার মালামাল ঘাটতি।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঃ

- ✓ প্রাধিকার বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করায় সংস্থার ৩৮,৭৬,৫৫১ টাকা ক্ষতি।
- ✓ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুণ ১১,১৬,৪৫,২১২ টাকা ক্ষতি
- ✓ স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৭১,৬৭,০২১ টাকা বকেয়া।
- ✓ সারচার্জ বাবদ ২,১২,০৯৩ টাকা আদায় করা হয়নি।
- ✓ টু-পার্ট এনার্জি মিটার গ্রাহকের পিক-অফপিক সময়ের মিটার রিডিং অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল না করে ফ্ল্যাট রেটে বিল করায় ২,৪৯,৭৪৭ টাকা ক্ষতি।
- ✓ অনুমোদিত সংযোজিত লোডের কনজামশন ইউনিট অপেক্ষা ৬৭,৬৫৭ ইউনিট কম বিল করায় ২,৭১,৭১৬ টাকা ক্ষতি।
- ✓ এম, ও, ডিতে ২২,৮২,৭৭৪ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি কম প্রদর্শন করায় ৮২,১১,০১০ টাকা ক্ষতি।
- ✓ কাজ শেষে উদ্বৃত্ত মালামাল ঠিকাদার হতে ফেরত না নেয়ায় ৫,৬২,০১০ টাকা ক্ষতি।
- ✓ প্রকল্পের কাজে স্থাপনকৃত পোল অপেক্ষা অতিরিক্ত পোল ইস্যু করায় ২,৭৫,৫২৮ টাকা ক্ষতি।
- ✓ ড্রইং/ডিজাইন অনুমোদন ব্যতিরেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে সিডিউল বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ এবং স্থাপন কাজে ব্যবহার করায় ১৮,৭৪,২৫০ টাকা ক্ষতি।
- ✓ এয়ারমার্ক (Earmarked) বাসা থাকা সত্ত্বেও বাড়িভাড়া ভাতা গ্রহণ এবং ৭.৫০% বাড়িভাড়া কর্তন না করায় ১,৩৩,৫১২ টাকা ক্ষতি।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা।
- বিভিন্ন শ্রেণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের কাছ থেকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- দুর্বল সুপারভাইজিং এবং মনিটরিং।
- ব্যাংকের হিসাবে জমাকৃত রাজস্ব যথাসময়ে বোর্ডের হিসাবে স্থানান্তর না করা।
- স্টোর/ভান্ডারের মালামাল যথাযথভাবে প্রতিপাদন না করা।
- আবাসিক গ্রাহক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক বিল আদায় না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- মাত্রাতিরিক্ত সিস্টেম লসের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ না করা।
- প্রতারণার মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধন।
- মিটার টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধন।
- ভান্ডারে রক্ষিত মালামালের ঘাটতিজনিত ক্ষতি।
- আবাসিক হিসাবে সংযোগ গ্রহণ করে ব্যাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার।
- স্টকে মালামাল থাকা সত্ত্বেও শূন্য স্থিতি দেখিয়ে মালামাল ঘাটতি দেখানো হয়েছে।
- দরদাতাদের সাথে যোগসাজসে মালামাল বিক্রি করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।
- পিক-অফপিক সময়ের মিটার অনুযায়ী বিল না করে ফ্লাট রেটে বিল করায় আর্থিক ক্ষতি।
- কাজ শেষে উদ্বৃত্ত মালামাল ফেরত না নেওয়ায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।
- স্থাপনকৃত পোল অপেক্ষা অতিরিক্ত পোল ইস্যু দেখানোর ফলে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।
- অধস্তন কর্মকর্তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এবং সুপারভাইজ না করা।

অডিটের সুপারিশ

- সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বকেয়া বিল আদায়ের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অবৈধ সংযোগ, মিটার টেম্পারিং, বাইপাস লাইন ইত্যাদি প্রতিরোধকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।
- রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নিরুপণ করা ।
- ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ বিলের অর্থ যথাসময়ে ডেসা/বোর্ডের হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক হিসাবভুক্ত করা।
- যথাযথভাবে স্টোর/ভান্ডার প্রতিপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

প্রথম খন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনিয়মের শিরোনামসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির বিবরণ	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
	ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ		
১.	স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে বিদ্যুৎ রাজস্ব আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৫,৮৪,২৪৫	১০
২.	নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের ফলে বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি।	১৮,০৩,০৬,৩৪০	১১
৩.	প্রচলিত বিধি বিধান লঙ্ঘনপূর্বক বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও শাস্তিমূলক হারে বিল আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,৫০,০৮৫	১২
৪.	মিটার টেম্পারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ইউনিট কমিয়ে বিল জারি করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৬,০৬,০৭৫	১৩
৫.	ভান্ডারে মালামাল ও যন্ত্রাংশ ঘাটতির কারণে আর্থিক ক্ষতি।	৪,০৮,৫৮,৫৭৩	১৪
৬.	আবাসিক গ্রাহক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক বিল আদায় না করায় ক্ষতি।	১,০৪,৯১৮	১৫
৭.	কপারলুপের প্রকৃত স্থিতির পরিবর্তে শূন্য স্থিতি দেখানোর কারণে মালামাল ঘাটতি।	৫,২৩,৫৭৫	১৬
		২২,৫১,৩৩,৮১১	
৮.	**(খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঃ** প্রাধিকার বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করায় বিপুল পরিমাণ অর্থ অনিয়মিত ব্যয়।	৩৮,৭৬,৫৫১	১৭
৯.	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার কারণে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি।	১১,১৬,৪৫,২১২	১৮
১০.	স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিপুল অঙ্কের বিল বকেয়া।	৭১,৬৭,০২১	১৯
১১.	সারচার্জ আদায় না করায় ক্ষতি।	২,১২,০৯৩	২০
১২.	টু-পার্ট এনার্জি মিটার গ্রাহকের পিক-অফপিক সময়ের মিটার রিডিং অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল না করে ফ্ল্যাট রেটে বিল করায় ক্ষতি।	২,৪৯,৭৪৭	২১
১৩.	অনুমোদিত সংযোজিত লোডের কনজামশন ইউনিট অপেক্ষা ৬৭,৬৫৭ ইউনিট কম বিল করায় বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি।	২,৭১,৭১৬	২২
১৪.	এম ও ডিতে ২২,৮২,৭৭৪ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি কম প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮২,১১,০১০	২৩
১৫.	কাজ শেষে উদ্বৃত্ত মালামাল ঠিকাদার হতে ফেরত না নেয়ায় ক্ষতি।	৫,৬২,০১০	২৪

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির বিবরণ	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১৬.	প্রকল্পের কাজে স্থাপনকৃত পোল অপেক্ষা অতিরিক্ত পোল ইস্যু করায় ক্ষতি।	২,৭৫,৫২৮	২৫
১৭.	ড্রইং/ডিজাইন অনুমোদন ব্যতিরেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে সিডিউল বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ এবং স্থাপন কাজে ব্যবহার করায় অনিয়মিত ব্যয়।	১৮,৭৪,২৫০	২৬
১৮.	এয়ারমার্ক বাসা থাকা সত্ত্বেও বাড়িভাড়া ভাতা গ্রহণ এবং ৭.৫০% বাড়িভাড়া কর্তন না করায় ক্ষতি।	১,৩৩,৫১২	২৭
		১৩,৪৪,৭৮,৬৫০	

ডেসা+বিউবো = (২২,৫১,৩৩,৮১১+১৩,৪৪,৭৮,৬৫০)

সর্বমোট = ৩৫,৯৬,১২,৪৬১ টাকা।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১

শিরোনাম ঃ স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে বিদ্যুৎ রাজস্ব আদায় না করায় ডেসার রাজস্ব ক্ষতি ২৫,৮৪,২৪৫ টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বাসাবো, ডেসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৩-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৮-৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হয়নি। ফলে, উক্ত গ্রাহকদের নিকট ডেসার বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী রয়েছে ২৫,৮৪,২৪৫/- টাকা (পরিশিষ্ট -'ক')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-বিজ্বাখস/সেক-২/বিবিধ-৬/৯৯/৫৪১(৬) তারিখঃ-১১-৯-২০০২ মূলে ২ মাসের অধিক সময় ধরে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বকেয়া আদায়ের জন্য নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- উক্ত বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে সি পি ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) ধারা অনুসরণ করা হয় নি।
- অনাদায়ের বিষয় উল্লেখ করে ৬-৬-০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-৭-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ৩-১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জরুরি ভিত্তিতে অনাদায়ী অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ী অর্থ যথাসময়ে আদায় না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ২

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সিস্টেম লসের ফলে ডেসার ক্ষতি ১৮,০৩,০৬,৩৪০ টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- ডেসার ৬টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১৪-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- উক্ত বিভাগসমূহের সিস্টেম লস টার্গেটের চেয়ে বেশি হয়েছে।
- মাত্রাতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে ডেসার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৮,০৩,০৬,৩৪০ টাকা [**পরিশিষ্ট 'খ' (১-৬)**]।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যর্থ হয়েছেন।
- আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৩-১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বর্তমানে সিস্টেমলসের পরিমাণ অনেক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
- সিস্টেম লস কমানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সিস্টেম লস নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুণ প্রতিষ্ঠানের উক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সিস্টেম লস কমানোর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিস্টেম লসের পরিমাণ সীমিত রাখতে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৩

শিরোনাম ঃ প্রচলিত বিধি বিধান লঙ্ঘনপূর্বক বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও শাস্তিমূলক হারে বিল আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ১,৫০,০৮৫ টাকা ।

বিষয়বস্তুঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, সাতমসজিদ রোড, ডেসা, ঢাকার ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ৩১-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১০-০৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় খেলাপী গ্রাহকগণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। বিধি মোতাবেক উক্ত গ্রাহকগণ কর্তৃক বকেয়া পরিশোধ এবং পুনঃ সংযোগ ফি বাবদ ৬০০ টাকা জমা দেয়ার পর পুনঃ সংযোগ দেয়ার নিয়ম রয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণ বিধি মোতাবেক পুনঃ সংযোগ গ্রহণ না করে অবৈধভাবে সংযোগ নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও শাস্তিমূলক হারে বিল আদায় না করায় সংস্থার মোট ১,৫০,০৮৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট 'গ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- গ্রাহক নিজ উদ্যোগে সংযোগ গ্রহণ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়মাবলী ও বিদ্যুৎ মূল্যহারের প্রয়োগ বিধি ১৯৮৯ এর ধারা ২৪.০ অনুযায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং প্রতারণামূলক ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য মূল্যহারের ০৩ (তিন) গুন হারে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের বিধান থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি।
- সি, পি, ডব্লিউ এ কোড এর ১৭৭ (এ) ধারা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।
- ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ২১-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৬-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ২/১ জন গ্রাহক পুনঃ সংযোগ না নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন এবং পুনরায় তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহক নিজ উদ্যোগে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে পারেন না। এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও শাস্তিমূলক বিল জারি না করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৪

শিরোনাম ঃ মিটার টেম্পারিং এর মাধ্যমে প্রকৃত ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ইউনিটের চেয়ে কম ইউনিট প্রদর্শন করে বিল জারি করায় সংস্থার ৬,০৬,০৭৫ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, নারায়ণগঞ্জ (পশ্চিম) এর ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১১-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- কাটআউট অপসারণসহ মিটার পরিবর্তনের সময় পুরাতন মিটারে যে রিডিং সংগ্রহ করা হয়েছে রিডিং বইতে তার চেয়ে কম রিডিং প্রদর্শন করে গ্রাহক বরাবর বিল জারি করা হয়েছে।
- পুরাতন মিটার পরিবর্তনের সময় মিটারে রেকর্ডকৃত রিডিং এর বিল গ্রাহক বরাবর ইস্যু করার নিয়ম থাকলেও তা না করে মিটারে রেকর্ডকৃত রিডিং কমিয়ে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- যেমন, মোঃ আবুল হোসেন (হিসাব নং- ৬৯১০৭) মিটার পরিবর্তনের তালিকায় ৩-২-২০০৬ তারিখে রিডিং ছিল ৪২২৫০ ইউনিট। কিন্তু রিডিং বইতে পুরাতন মিটার এর রিডিং দেখানো হয়েছে ১৬৫৯৯ ইউনিট। ফলে ৪২২৫০-১৬৫৯৯ = ২৫৬৫১ ইউনিট কম দেখানো হয়েছে।
- এভাবে -৭জন গ্রাহকের জন্য সংস্থার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ মোট ৬,০৬,০৭৫ টাকা (পরিশিষ্ট -'ঘ')

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়মাবলী ও বিদ্যুৎ মূল্যহারের প্রয়োগ বিধি ১৯৮৯ এর ধারা ২৪.৩.৩ ও ১৭ অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বিদ্যুতের অংশের জন্য সাধারন মূল্যহারের ৩ (তিন) গুণ হারে বিল পরিশোধের নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৩-১০-০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-১-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-৩-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- মিটার রিডিং বইতে ভুলবশতঃ রিডিং কম দেখানো হলেও রিডিং সীট অনুযায়ী কম্পিউটারে বিল হয় বিধায় কম ইউনিটের বিল করার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা চলমান রিডিং বই এবং রিডিং সীটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যে মিটারটি পরিবর্তন করে নুতন মিটার স্থাপন করা হয়েছে সেই পুরাতন মিটারে রেকর্ডকৃত বিদ্যুৎ ইউনিটের চেয়ে কম ইউনিট রিডিং বইতে নোট করা হয়েছে। মিটারটি টেম্পারিং এর মাধ্যমে কমানো ইউনিটের বিল জারি করার সুযোগ কম্পিউটারে নেই।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৫

শিরোনাম ঃ ভান্ডারে মালামাল ও যন্ত্রাংশ ঘাটতি জনিত ক্ষতি ৪,০৮,৫৮,৫৭৩ টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (সি এস ডি) উন্নয়ন, ডেসা, টংগী, গাজীপুর এর ২০০৩-২০০৬ সনের হিসাব ১২-০৬-০৭ খ্রিঃ হতে ২০-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- ভান্ডারের মালামালের ৩০-৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন রিপোর্টে বর্ণিত আইটেম সমূহের মধ্যে বিভিন্ন আইটেমের মালামালের ঘাটতি দেখা যায়, যার মূল্য ৪,০৮,৫৮,৫৭৩ টাকা। অথচ এ বিষয়ে কোনো বিধিগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি (পরিশিষ্ট -'ঙ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোডের ২৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক মালামাল চুরি/ঘাটতি হলে সঙ্গে সঙ্গে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। উক্ত কোডের ১৩০ নম্বর অনুচ্ছেদ ও বি এফ আর বিধি ৪৬ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করে দায় দায়িত্ব নিরূপন পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে এর মুল্য আদায়যোগ্য।
- ভান্ডারে মালামালের ঘাটতি জনিত ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে ২২-১০-০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-১-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-৩-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ঘাটতি মালামালের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তনাধীন আছে। বিস্তারিত তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ২০০৪ সনের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন রিপোর্টে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়ার পর ৪ (চার) বছর অতিক্রান্ত হলেও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না পাওয়ায় এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলাই প্রমানিত হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৬

শিরোনাম ঃ আবাসিক গ্রাহক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক বিল আদায় না করায় ক্ষতি ১,০৪,৯১৮ টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, সাতমসজিদ, ডেসা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ৩১-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১০-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- গ্রাহক আবাসিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে ডেসার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেও চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন।
- বাস্তবে গ্রাহক বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও গ্রাহকের নিকট থেকে আবাসিক ট্যারিফে বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতি ইউনিট ৫.৪০ টাকার পরিবর্তে ২.৫০ টাকা হিসাবে বিল আদায় করা হয়েছে।
- ফলে সংস্থার ১,০৪,৯১৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট -'চ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বিদ্যুতের মূল্যহার ও ব্যবহার প্রয়োগ বিধি ১৯৮৯ এর ২৪.২.০৪ ধারা অনুযায়ী চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত গ্রাহক যখন অন্য উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উক্ত বিধির ১৭.১ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক বিল আদায়ের নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি।
- শুধুমাত্র স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/বিউবি/সাভ/২০৩১/৮৭৬/০৭ তারিখঃ-১৬-৪-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করানো ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২১-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য ইতোমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- গ্রাহক সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন বিধায় ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য অবহিত করানোর প্রয়োজন নেই। গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ শাস্তিমূলক বিল আদায় করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৭ ঃ

শিরোনাম ঃ কপারলুপের প্রকৃত স্থিতির পরিবর্তে শূন্য স্থিতি দেখানোর কারণে ৫,২৩,৫৭৫ টাকা মুল্যের মালামাল ঘাটতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- পরিচালক, ক্রয় ও ভান্ডার বিভাগ, এর নিয়ন্ত্রণাধীন টংগীস্থ কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ভান্ডারের ২০০৫-০৬ সনের হিসাব ৬-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৩-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় লেজার নং-১০ (ফেজ-৪) পৃষ্ঠা নং-৮০ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- ৯৫×১ সি কপারলুপ এর সর্বশেষ ইস্যুর তারিখ ছিল ১-১০-২০০৩। এ তারিখে ৬.৬৩৫ কিঃ মিঃ বা ৬৬৩৫ মিটার এর মধ্যে ইস্যু করা হয়েছে ৩৯৫০ মিটার। সে মতে সর্বশেষ স্থিতি থাকার কথা (৬৬৩৫-৩৯৫০)=২৬৮৫ মিটার। কিন্তু উক্ত স্থিতিকে লেজারে শূন্য স্থিতি দেখানো হয়েছে।
- সরেজমিনে যাচাই করে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।
- প্রতি মিটার ১৯৫ টাকা দরে উক্ত ঘাটতিকৃত মালামালের মোট মূল্য দাঁড়ায় ২৬৮৫×১৯৫ = ৫,২৩,৫৭৫ টাকা, যা ডেসার ক্ষতি হিসাবে গণ্য।
- **অনিয়মের প্রকৃতি ঃ**
- অডিট কোডের অনুচ্ছেদ নং- ৩(৪) এবং জিএফআর প্যারা-১৫৮ অনুযায়ী ঘাটতিকৃত কপারলুপ আদায় এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ঘাটতির বিষয় উল্লেখ করে ১৭-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ১৬-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ভান্ডারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- এ বিষয়ে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৮

শিরোনাম ঃ প্রাধিকার বহির্ভূত ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক গাড়ী ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করায় সংস্থার ৩৮,৭৬,৫৫১ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর- বিউবো, ঢাকার ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২১-০৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- সি, বি, এ এর সাধারণ সম্পাদক একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও এবং অপর দিকে প্রাধিকার না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে গাড়ি ব্যবহার করায় গাড়ির জ্বালানী ও গাড়ি মেরামত বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- ফলে প্রতি বছর সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ ৩৮,৭৬,৫৫১ টাকা (পরিশিষ্ট-'ছ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- Chief Martial Law Administrator's Secretariat No 7009/2/CIV-1 তারিখঃ-২-৭-১৯৮২ অনুযায়ী সচিব/অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নিচে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী সার্বক্ষণিক গাড়ি প্রাপ্য নন। এছাড়া, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার স্মারক নং সম/পরি/১ আ-২/৮৮/৩৬৮ তারিখ ১৬/৬/১৯৯৮ নির্দেশের ২(ক) অনুযায়ী অধিনস্থ সরকারী দপ্তর/সংস্থার গাড়ী মন্ত্রণালয়/মন্ত্রীর অফিসে ব্যবহার না করার নির্দেশ রয়েছে।
- ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৭-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২-১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সি বি এ এর সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণকে বোর্ড এর আদেশক্রমে ও বিউবোর কাজের স্বার্থে গাড়িগুলি প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বোর্ড কর্তৃক প্রাধিকার বর্হিভূত কর্মকর্তা কর্মচারীকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করায় সরকার তথা বোর্ডের বিপুল অঙ্কের টাকা ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৯

শিরেনাম ঃ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ১১,১৬,৪৫,২১২ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- বিউবো'র ৫টি এবং ওয়েস্টার্ন জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী'র ৩টি কার্যালয়ের ২০০৩-০৪ হতে ২০০৫-০৬ সালের আর্থিক হিসাব ১৭-৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৯-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত হারের চেয়ে অধিক হারে সিস্টেম লসের কারণে বোর্ডের মোট ১১,১৬,৪৫,২১২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-জ (১-৮)]

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লস সীমিত রাখতে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ব্যর্থ হয়েছেন।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১২-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৭-১১-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-৭-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩-৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ২৫-৩-২০০৮ খ্রিঃ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি ৫টি অফিসের কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট ৩টি অফিসের মন্তব্য পাওয়া গেলেও তা আপত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বোর্ডের ধার্যকৃত সিষ্টেম লস একটি আপেক্ষিক বিষয়।
- নিরলস প্রচেষ্টার ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সিস্টেম লস অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় সিস্টেম লস বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থতার দরুন প্রতিষ্ঠান সমুহের উক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে।
- অবৈধ সংযোগ রোধ করা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সিস্টেম লসের পরিমাণ সীমিত রাখতে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় রোধের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১০

শিরোনাম ঃ স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৭১,৬৭,০২১ টাকা বকেয়া।

বিষয়বস্তু ঃ

- ওয়েস্টার্ন জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ৭(সাত)টি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১১-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৯-৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও উক্ত বকেয়া বিল অনাদায়ী থাকায় কোম্পানীর উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ফলে কোম্পানীর ৭১,৬৭,০২১ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা [পরিশিষ্ট -ঝ (১-৭)]।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ

- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি ১৯৮৯ এর ২৪ ধারা, সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭(এ) এবং বি এফ আর ৫৩ (এ) ধারা মোতাবেক বোর্ডের যাবতীয় পাওনা আদায়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রতিপালন করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৫-৮-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রাণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১২-১০-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৭-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি ৩টি অফিসের কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ৪টি অফিসের জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নহে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- গ্রাহক কর্তৃক বকেয়া পরিশোধ করা না হলে বিধিগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্রাহকগণের বিরুদ্ধে কোনোরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না বিদ্যুতের বকেয়া রাজস্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বকেয়া অর্থ আদায়পূর্বক কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১১

শিরোনাম ঃ সারচার্জ বাবদ ২,১২,০৯৩ টাকা আদায় না করায় সংস্থার উক্ত টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওয়েস্টার্ন জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ খুলনার ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১১-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সারচার্জ বাবদ প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করা হয়নি।
- ফলে সংস্থার ২,১২,০৯৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট- 'ঞ']।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ

- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যুৎ এর মূল্যহার ও নিয়মাবলী ১৯৮৯ এর ১২.২.৫ এর নীতি অনুযায়ী ২% হারে সারচার্জ কর্তন করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৩-৬-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-৮-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ১৭-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ভুল বশতঃ যদি সারচার্জ কম নেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সারচার্জ আদায়ের সপক্ষে কোন প্রমানক প্রেরণ না করায় আপত্তিকৃত সারচার্জ আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১২

শিরোনাম ঃ টু-পার্ট এনার্জি মিটার গ্রাহকের পিক-অফপিক সময়ের মিটার রিডিং অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল না করে ফ্ল্যাট রেটে বিল করায় ২,৪৯,৭৪৭ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনার ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ১১-৩-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- টু-পার্ট মিটারে রিডিং নেয়া সত্ত্বেও টুপার্ট মিটারের নির্ধারিত রেটে বিদ্যুৎ বিল না করে ফ্ল্যাট রেটে বিল করায় সংস্থার মোট ২,৪৯,৭৪৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিঃ 'ট') ।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুতের মূল্যহার ও প্রয়োগবিধি/৮৯ এর ধারা ১০-২-১২ এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-বিজ্বাখস (সম-২) ৪৮৪, তারিখঃ- ১২-৮-২০০৪ এর মাধ্যমে অনুমোদিত রেট ও ট্যারিফ অনুযায়ী পিক/অফপিক সময়ের নির্ধারিত রেটে বিদ্যুৎ বিল করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে টু-পার্ট মিটারে রিডিং নেয়া সত্ত্বেও টু-পার্ট মিটারের নির্ধারিত রেটে বিদ্যুৎ বিল না করে ফ্ল্যাট রেটে বিল করায় বোর্ডের উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৬-৫-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৭-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- লবণাক্ত আবহাওয়ার কারণে টু-পার্ট টাইম এনার্জি মিটারের টাইমার (ঘড়ি) ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে মিটারে রিডিং যথাযথভাবে উঠে না। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফ্ল্যাট রেটে বিল করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- টু-পার্ট টাইম এনার্জি মিটারের টাইমার ত্রুটি সংক্রান্ত গ্রাহকের কোনো অভিযোগ রেকর্ড করা হয়নি।
- নির্ধারিত রেটে বিদ্যুৎ বিল না করে ফ্ল্যাট রেটে বিল করায় উল্লিখিত অর্থ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৩

শিরোনাম ঃ অনুমোদিত সংযোজিত লোডের কনজামশন ইউনিটের চেয়ে ৬৭৬৫৭ ইউনিট কম বিল করায় সরকারের ২,৭১,৭১৬ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ওজোপাডিকো লিঃ, যশোর এর ২০০৫-২০০৬ সালের আর্থিক হিসাব স্থানীয়ভাবে ৩০-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৮-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- গ্রাহক হিসাব নম্বর সি ১০০০৭২ আসাদ ওয়েল মিল, রেলগেট যশোরকে অনুমোদিত ৪০(চল্লিশ) কিলোওয়াটের সংযোগ প্রদান করা হয়।
- অনুমোদিত সংযোজিত লোড মোতাবেক মাসিক নূন্যতম ৫৭৬০ ইউনিট কনজামশন হিসাবে আর্থিক বৎসরে (৫৭৬০×১২) = ৬৯১২০ ইউনিটের কনজামশন বিদ্যুৎ বিল ট্যারিফ রেট ৯/২০০৩ অনুযায়ী প্রতি ইউনিট ৩.৮৩ টাকা এবং ভ্যাট ৫% ও ডিমান্ডচার্জ মাসিক ৬০.০০ টাকা হারে মোট ২,৭৮,৭২২.০৮ টাকা আদায়যোগ্য। অথচ আদায় করা হয়েছে ৭,০০৬.০৭ টাকা।
- অনুমোদিত কানেকটেড লোড অনুযায়ী বিল আদায় না করায় (২,৭৮,৭২২.০৮-৭,০০৬.০৭) = ২,৭১,৭১৬.০১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট 'ঠ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- কমার্শিয়াল অপারেশন বিউবো ঢাকা এর মেমো নং-পি ডি বি/ডি এম কো/১৩৬/১৬৩৬ তারিখঃ-১৩-১০-২০০২ খ্রিঃ মোতাবেক বিভিন্ন শ্রেণীর কনজুমারের অনুমোদিত লোড অনুপাতে মাসিক ন্যূনতম কনজামশন ইউনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৫-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৭-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জানানো হবে। পরবর্তীতে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হলেও জবাব সন্তোষজনক হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বিভাগীয় রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। সংযোজিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৪

শিরোনাম ঃ এম, ও, ডি (Monthly Operation Data) তে ২২,৮২,৭৭৪ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি কম প্রদর্শন করায় বোর্ডের ক্ষতি ৮২,১১,০১০ টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- আবাসিক প্রকৌশলী (নির্বাহী), বরগুনা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওয়েস্টার্ন জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ২০০৩-২০০৬ সালের হিসাব ২১-৫-০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত হতে ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিঃ সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে বিদ্যুৎ আমদানীর নথি, এম ও ডি নথি, এনার্জি অডিটিং ইউনিট বিভাগ এর ৭/২০০৩ হতে ৬/২০০৬ অর্থ বৎসরের দাখিলকৃত বিদ্যুৎ আমদানী প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নীট আমদানীকৃত ২২,৮২,৭৭৪ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি এম, ও, ডি তে কম প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ফলে বোর্ডের ৮২,১১,০১০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ড')।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ

- ৭/২০০৩ হতে ৫/২০০৪ পর্যন্ত যে হারে নীট বিদ্যুৎ শক্তি আমদানী করা হয়েছে তা প্রকৃত এম, ও, ডি তে প্রদর্শন করা হয়নি।
- ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৭-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- এম, ও, ডি'র প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- পরবর্তীতে আর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- আমদানীকৃত বিদ্যুৎ শক্তির চেয়ে কম বিদ্যুৎ শক্তি এম, ও, ডিতে প্রদর্শন করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৫

শিরোনামঃ কাজ শেষে উদ্বৃত্ত মালামাল ঠিকাদার হতে ফেরৎ না নেয়ায় ৫,৬২,০১০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ অফিসের ২০০৫-০৬ সালের হিসাব ৯-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৬-০৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- ২টি ইস্যু ভাউচারের মাধ্যমে এ সি এস আর ডগ তার ১০.৫ কিঃ মিঃ এবং এ এ সি ওয়াপস ইনসুলেটেড তার (৮.১৬+৫.৫০)= ১৩.৬৬ কিঃ মিঃ ঠিকাদারকে ইস্যু করা হয়।
- কিন্তু বিলের আইটেম নং-৫.৫ (ক), (খ) ও ৫.৬ (ক) থেকে দেখা যায় যে, উক্ত ডগ তার ৮ কিঃ মিঃ ও ওয়াপস তার-৯ কিঃ মিঃ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ডগ তার ২.৫ কিঃ মিঃ এবং ওয়াপস (১৩.৬৬- ৯.০০)= ৪.৬৬ কিঃ মিঃ উদ্বৃত থাকার কথা। যা কাজ শেষে বিভাগীয় স্টোরে ফেরৎ প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু ম্যাটেরিয়াল স্টেটমেন্ট মোতাবেক ইস্যুকৃত সমুদয় তার কাজে ব্যবহার দেখান হয়েছে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত তার ফেরৎ প্রদান করা হয়নি।
- ফলে সংস্থার ৫,৬২,০১০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঢ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জি এফ আর বিধি -১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তা নিজের অর্থ বিবেচনায় ব্যয় করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়নি।
- ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৫-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৬-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র/নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- পরবর্তীতে আর জবাব দেয়া হয়নি।
- তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় আপত্তিটি যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ প্রকল্পের কাজে স্থাপনকৃত পোল অপেক্ষা অতিরিক্ত পোল ইস্যু করায় ২,৭৫,৫২৮ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, যশোর এর ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ৩০-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৮-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- প্রকল্পের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইস্যুকৃত পোল ঠিকাদারের কাছ থেকে ফেরত না নেয়ায় বোর্ডের মোট ২,৭৫,৫২৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ণ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- অতিরিক্ত ইস্যুকৃত পোল ঠিকাদারগণের নিকট হতে উদ্ধার/ফেরত গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ পোল স্থাপন কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে স্টোর হতে তার চেয়ে অতিরিক্ত পোল ইস্যু করা হয়েছে। কাজেই অতিরিক্ত পোল ঠিকাদার হতে ফেরতযোগ্য।
- ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৭-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোল ইস্যু/ব্যবহার করা হয়নি। প্রমানকসহ বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- অতিরিক্ত ইস্যুকৃত পোল ফেরত গ্রহণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া কর্তৃপক্ষের মন্তব্য অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রমানকসহ কোনো জবাব প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পোল ইস্যুজনিত ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ১৭

শিরোনাম ঃ ড্রইং/ডিজাইন অনুমোদন ব্যতিরেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে সিডিউল বহির্ভূত বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ এবং স্থাপন কাজে ১৮,৭৪,২৫০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, যশোর এর ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ৩০-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৮-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- অনুমোদন ব্যতিরেকেই ঠিকাদারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপন কাজে অনিয়মিতভাবে মোট ১৮,৭৪,২৫০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'ত')।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ

- মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে নকশা/ডিজাইন অনুমোদন করা হয়নি। অননুমোদিতভাবে মালামাল সরবরাহ এবং স্থাপন কাজে ব্যবহার দেখিয়ে ঠিকাদারকে ১৮,৭৪,২৫০ টাকা পরিশোধ করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে।
- অনিয়মিত ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে ৫-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২৭-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- তথ্য প্রমানকসহ পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- তথ্য প্রমানকসহ পরবর্তীতে আর জবাব দেয়া হয়নি।
- নক্সা অনুমোদন ব্যতিরেকে কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনুমোদন ব্যতিরেকে মালামাল সরবরাহ এবং সেগুলো কাজে ব্যবহার দেখানো হয়েছে। দায়-দায়িত্ব নিরূপণসহ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ১৮

শিরোনাম ঃ **Earmarked বাসা থাকা সত্ত্বেও বাড়িভাড়া ভাতা গ্রহণ এবং ৭.৫০% হারে বাড়িভাড়া কর্তন না করায় বোর্ডের ১,৩৩,৫১২.০০ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ

- আবাসিক প্রকৌশলী, নীলফামারী বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, নীলফামারী কার্যালয়ের ২০০১-২০০৬ সালের হিসাব ১৭-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৫-০৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- আবাসিক প্রকৌশলীর নামে এয়ারমার্ককৃত বাসা থাকা সত্ত্বেও তাতে তিনি বসবাস না করে বাড়িভাড়া ভাতা গ্রহণ করেছেন এবং ৭.৫০% হারে বাড়িভাড়া কর্তন করেন নি।
- ফলে বোর্ডের ১,৩৩,৫১২.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট 'থ')।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বাড়িভাড়া সংক্রান্ত নীতিমালা এবং বিউবো এর আদেশ নং-২২-সওযা/এ্যাকো-২৪১/৯৫ ২য় খন্ড তারিখ-১০-২-২০০৪ মানা হয়নি।
- ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-৭-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১১-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বাসাটি নিম্নমানের হওয়ায় আলোচ্য বাসায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বসবাস করেননি। তাই বাসা ভাড়া কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বাসাটি নিম্নমানের হলে তা সম্পত্তি ও যানবাহন বিভাগ কর্তৃক নিম্নমানের ঘোষিত হতে হবে।
- এ ধরনের কোনো প্রমানক উক্ত অফিস দেখাতে পারেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।